ইবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণের ঘোষণা বাস্তবায়নের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

সারাদেশের স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণের ঘোষণা বাস্তবায়নের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্যজোট।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলার বিভিন্ন উপজেলার ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসহ জোটের নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়। ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফাতিমা ফারহানা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মিনারা খাতুন, কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার অর্থ সম্পাদক আব্দুর রহিম, শিক্ষক নেতা আল মিরাজ, আসাদুজ্জামানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের অংশ হিসেবে গত বছরের ২৮ জানুয়ারি অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার ইবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণের ঘোষণা দিলেও আজও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে দ্রুত এ ঘোষণা বাস্তবায়নের দাবী জানান তারা।

হরিণাকুণ্ডুতে স্টেকহোল্ডারদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে উপজেলা

পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৫ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালার আয়োজন করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন হরিণাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিদারুল আলম। এতে বক্তব্য রাখেন হরিণাকুন্ডু উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শরীফ মোহাম্মদ তিতুমীর, উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডা: উজ্জল কুমার কুন্ডু, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ফরহাদ হোসেন, এসডিএফ’র জেলা ব্যবস্থাপক মাহমুদ হাসান, জেলা কর্মকর্তা (লাইভলিহুড) মাহাবুবুর রহমান, জেলা কর্মকর্তা সুলতানা বুলবুলি এবং জেলা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মকর্তা ডা. অনুদীপা রানীসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা বলেন, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অর্থ মন্ত্রণালয় এসডিএফ’র মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে উপজেলার সুবিধাভোগীদের আরও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী অংশীজনরা সুবিধাভোগীদের মাঝে সেবা কার্যক্রম আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করার আশ্বাস দেন।

কৃষক কার্ড বিতরণে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই

কৃষক কার্ড বিতরণে রাজনৈতিক বিবেচনা করে অনিয়ম বা স্বজনপ্রীতি কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাড. মো. আসাদুজ্জামান।

মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুরে ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার আবাইপুরে

কৃষক কার্ড বিতরণ শেষে তিনি সাংবাদিকদের সাথে এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, সরকার শপথ নেওয়ার পর থেকে নির্বাচনি প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পালন করে যাচ্ছে। কৃষকদের ১০ হাজার টাকা কৃষি ঋণ মওকুফ করেছে সরকার। আজ কৃষক কার্ড বিতরণ করা হলো। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে খাল খনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে সরকার একের পর এক কাজ করে চলেছে।

আইনমন্ত্রী বলেন, সংসদে বিরোধীদলের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে বলে বিরোধীদল জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অভিযোগ করেছেন। কিন্তু আমরা বলতে চাই, সংসদে বিরোধীদলের সদস্যদের বরাদ্দের চেয়ে বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে।

এর আগে দুপুর দেড়টার দিকে শৈলকুপার আবাইপুর ইউনিয়নের কৃপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষক কার্ড উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

এসময় অন্যদের মধ্যে জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন, পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, জেলা পরিষদের প্রশাসক আব্দুল মজিদ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. কামরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কৃষক কার্ডধারী ১৬৭৯ জন উপকারভোগী কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উপজেলার আবাইপুর ইউনিয়নের কৃপালপুর ব্লকের কৃষকরা পাইলট প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপেই কৃষক কার্ড পাচ্ছেন।

উৎসবের আমেজ বইছে অনূর্ধ্ব-২০ সাফজয়ী ফুটবলার আশিকুরের গ্রামের বাড়িতে

উৎসবের আমেজ বইছে অনূর্ধ্ব-২০ সাফজয়ী ফুটবলার আশিকুরের গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার জালালপুরে।

তিনি বাড়িতে আসার পর থেকে তাঁর সাফল্যে খুশি হয়ে ফুল, মিষ্টি ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শুভাকাঙ্ক্ষীরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। এদিকে বাড়িতে বসে টিভির পর্দায় ছেলের খেলা দেখার স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় উচ্ছ্বসিত কৃষক পিতা শমসের আলী।

জানা যায়, ২০১৮ সালে কোটচাঁদপুর জালালপুর দাখিল মাদ্রাসার ৮ম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন আশিকুর রহমান (১৯)। ছোটবেলা থেকেই খেলার প্রতি তাঁর টান ছিল। এ কারণে তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি জালালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ফুটবল অনুশীলন করতেন। তাঁর খেলা দেখে মুগ্ধ হন জালালপুর গ্রামের সেই সময়কার খ্যাতিমান ফুটবলার ইউসুফ আলী। তিনি আশিকুরকে বিকেএসপিতে যোগদানের পরামর্শ দেন।

তাঁর পরামর্শে আশিকুর বিকেএসপিতে ভর্তির জন্য অনুশীলন শুরু করেন ফুটবলার আনোয়ার হোসেনের তত্ত্বাবধানে কোটচাঁদপুর খন্দকার মোশাররফ হোসেন ডিগ্রি কলেজ মাঠে। কিছুদিন পর বিকেএসপিতে ট্রায়াল ম্যাচ খেলার ডাক পান তিনি। ট্রায়াল ম্যাচে ভালো খেলে উত্তীর্ণ হন। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি আশিকুরকে। সামনের দিনগুলো ছিল তাঁর ও তাঁর পিতার স্বপ্ন পূরণের পথচলা।

ইতোমধ্যে আশিকুর ৭টি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ২৩টি ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে রয়েছে—সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ ভারত ২০২২, সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ শ্রীলঙ্কা ২০২২, এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ কোয়ালিফায়ার বাংলাদেশ ২০২২, সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপ ভুটান ২০২৩, সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ ভুটান ২০২৪, সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপ ভারত ২০২৫ এবং সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ মালদ্বীপ ২০২৬।

এসব টুর্নামেন্টের বেশিরভাগে তিনি রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। তবে সর্বশেষ ২০২৬ সালে অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের মাধ্যমে বড় অর্জন এসেছে তাঁর ঝুলিতে।

এই অর্জনের প্রতিক্রিয়ায় আশিকুর রহমান বলেন, “আমার এই অর্জনের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান আমার পিতা-মাতার। এরপর আমাকে বিকেএসপিতে যোগদানের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বড় ভাই ফুটবলার ইউসুফ আলী। আর যিনি আমাকে প্রস্তুত করেছেন, তিনি হলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর ও পিডব্লিউডি ক্লাবের হেড কোচ আনোয়ার হোসেন। আমি এই মানুষগুলোর কাছে চিরদিন ঋণী থাকব। আমি দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই, যেন ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু

করে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনতে পারি।”

পিতা শমসের আলী বলেন, “জালালপুর স্কুলে ৯ম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি ইন্টার-স্কুল ফুটবল খেলেছিলাম। এরপর আর পড়াশোনা বা খেলা হয়নি। তখন থেকেই স্বপ্ন ছিল ছেলেকে ভালো ফুটবলার বানাবো। সে দেশের ও বিশ্বের মানুষের মন জয় করবে, আর আমি বাড়িতে বসে টিভিতে তার খেলা দেখব। আজ আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আমি চাই সে দেশের জন্য আরও ভালো কিছু বয়ে আনুক।”
এদিকে ছেলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মা রেহেনা বিবি। আনন্দে কথা বলতে না পারলেও কান্নাজড়িত কণ্ঠে ছেলের জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন তিনি।

ফুটবলার আশিকুর রহমান সম্পর্কে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর ও পিডব্লিউডি ক্লাবের হেড কোচ আনোয়ার হোসেন বলেন, “আশিক খুব ভালো ছেলে। সে সব সময় নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থাকে এবং পড়াশোনাতেও ভালো। সে কঠোর পরিশ্রমী।”

তিনি আরও বলেন, “আশিকুর বিকেএসপিতে ভর্তি হওয়ার কারণেই আজ এই পর্যায়ে আসতে পেরেছে। বর্তমানে সে পিডব্লিউডি ক্লাবের হয়ে বি-লীগ খেলছে। আশা করি, একদিন সে বাংলাদেশ সিনিয়র জাতীয় দলে খেলবে এবং কোটচাঁদপুরের সম্মান আরও বাড়াবে।”

জমি অধিগ্রহণ জটিলতায় থমকে আছে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ছয় লেন প্রকল্প

জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে থমকে আছে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ছয় লেন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ| প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র কয়েক মাস বাকি থাকলেও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৪ থেকে ৫ শতাংশ| ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়ক দিয়ে চলাচলকারী লাখো মানুষ প্রতিদিন চরম দুর্ভোগে পড়ছেন|

জানা যায়, ২০২০ সালের ২৪ নভে¤^র একনেক সভায় ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক করিডোর (উইকেয়ার) ফেজ-১-এর আওতায় ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ছয় লেন উন্নয়ন প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়| সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে চলমান এই প্রকল্পটির মেয়াদ চলতি বছরের ডিসে¤^র পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে| মেয়াদ আর কয়েকমাস হলেও এখন পর্যন্ত কাজ হয়েছে ৪ থেকে ৫ শতাংশ|

জানা যায়, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্রকল্পটির কাজ শুরু হলেও এখনো মূল সড়ক উন্নয়ন কাজ শুরুই করা যায়নি| ঝিনাইদহ শহরের বাইপাসের চুটলিয়া মোড় এলাকায় ফ্লাইওভারের আংশিক কাজ শেষ হয়েছে| এছাড়া ধোপাঘাটা সেতুর জন্য ব্রিজের গার্ডার নির্মাণ এবং কয়েকটি কালভার্টের আংশিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে| তবে সড়কের মূল অংশে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই|

কালীগঞ্জ থেকে ঝিনাইদহগামী ইজিবাইক চালক রাশেদ উদ্দিন জানান, সড়কটি ছয় লেন প্রকল্পের আওতায় যাওয়ার পর থেকে নিয়মিত মেরামত বন্ধ হয়ে গেছে| ফলে সড়কের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে খানাখন্দ, ধুলাবালি আর ভাঙাচোরা অবস্থা| এতে যান চলাচল হয়ে পড়েছে ধীরগতির ও ঝুঁকিপূর্ণ| প্রতিদিন যাত্রী ও চালকদের ভোগান্তি চরম আকার ধারণ করছে|

মাজেদা খাতুন নামের এক সরকারি কর্মচারী বলেন, আমাকে প্রতিদিন কালীগঞ্জ থেকে ঝিনাইদহ যেতে হয়| বাস বা ইজিবাইকে উঠলে চলাচল করতে খুব কষ্ট হয়| সারা রাস্তা ভাঙ্গাচোরা| এভাবে আর কতদিন চলতে হবে তার কোন ঠিক নেই| আমাদের ছয় লেন দরকার নেই| দুইলেন ছিলো সেটাই ভালো| আমরা রাস্তা ভালো চাই|

ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমš^য় কমিটির সভাপতি আশরাফুল আলম অভিযোগ করেন, মহাসড়কটি ছয় লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া খুবই হতাশাজনক| তিন বছরে মাত্র ২% অগ্রগতি হয়েছে| এখন ভিক্ষা চাই না কুকুর ঠেকা অবস্থা হয়ে গেছে|

উইকেয়ার ফেজ-১’র উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী নিলন আলী বলেন, জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় আমরা নির্ধারিত জায়গায় কাজ শুরু করতে পারছি না| যেসব স্থানে জমি বুঝে পেয়েছি, সেখানে আংশিক কাজ চলছে| জমি হস্তান্তর পেলে দ্রুতগতিতে বাকি কাজ এগিয়ে নেওয়া হবে|

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান বলেন,

প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে| কিছু জটিলতা থাকলেও সেগুলো দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে| আশা করছি, অল্প সময়ের মধ্যেই জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হবে এবং প্রকল্পের কাজ পুরোদমে শুরু করা যাবে|

ঝিনাইদহে ছাত্রলীগ নেতাসহ ৩ জন ইয়াবাসহ আটক

নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাহিদ হাসান সবুজসহ তিনজনকে ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ আটক করেছে মাগুরা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

গতকাল শনিবার (১২ এপ্রিল) রাত ৯টার দিকে মাগুরা শহরের রতন হোটেলের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার আবু জাফর বিশ্বাসের ছেলে ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ হাসান সবুজ, একই উপজেলার চাপড়ী গ্রামের মৃত দয়াল চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে দিপ্ত বিশ্বাস এবং একই গ্রামের হামিদ মিয়ার মেয়ে তমা।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাগুরা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মুন্সি রাসেল হোসেন।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাগুরা শহরের ঢাকা রোড এলাকায় ডিবি পুলিশের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মাদক বিক্রির সময় হাতেনাতে তিনজনকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৩০০ পিস ইয়াবা, মাদক বিক্রির নগদ ৩ লাখ টাকা এবং মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত ২টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

এদিকে, আটক ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ হাসান সবুজকে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আচরণের কারণে ইতিপূর্বে তার বাবা আদালতের মাধ্যমে ‘ত্যাজ্যপুত্র’ ঘোষণা করেছিলেন। সে সময় বিষয়টি দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

ঝিনাইদহে প্রতারণার টাকাসহ হারানো ৫৭ মোবাইল উদ্ধার

ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের আইসিটি অ্যান্ড মিডিয়া (সাইবার সেল) শাখা তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় হারানো ৫৭টি মোবাইল ফোন এবং বিকাশ প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া ৬৩ হাজার ৫৪২ টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের নিকট হস্তান্তর করেছে।

শনিবার (১১ এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভুক্তভোগীদের হাতে এসব মোবাইল ও অর্থ তুলে দেন পুলিশ সুপার মো. মাহফুজ আফজাল।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত মার্চ মাসে জেলার বিভিন্ন থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) এবং সাইবার সেলে আসা অভিযোগের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেল। তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হারানো ও চুরি হওয়া ৫৭টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। একইসাথে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হওয়া গ্রাহকদের ৬৩,৫৪২ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাহ হোসেনসহ জেলা পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল বলেন, এ ধরনের উদ্ধার কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং আমরা সব সময় জনগণের পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ঝিনাইদহে হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পবিত্র হজব্রত পালন উপলক্ষে ঝিনাইদহে হজযাত্রীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে শহরের কুটুম কমিউনিটি সেন্টারে নাজাত হজ কাফেলার উদ্যোগে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

এতে প্রশিক্ষণ প্রদাণ করেন ভুটিয়ারগাতি কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক, এ এইচ বি ট্রাভেলস-এর চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদসহ অন্যান্যরা।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৪৪ জন হজযাত্রীর হজের তাৎপর্য, ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি এবং সৌদি আরবে অবস্থানকালীন বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেন।

আয়োজকরা জানান, হজযাত্রীরা যেন সঠিকভাবে ও নির্বিঘ্নে হজ পালন করতে পারেন, সে লক্ষ্যেই এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন। এছাড়াও কর্মশালায় হজযাত্রীদের মাঝে ব্যাগ, ছাতাসহ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে খাল সংস্কার কর্মসুচীর উদ্বোধন

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, পানি নিষ্কাশন ও কৃষকের সেচ সুবিধা নিশ্চিতে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে দুটি খাল সংস্কার কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার (১১ এপ্রিল) সকালে উপজেলার ভায়না গ্রামের জটারখাল ও কিসমত ঘোড়াগাছা গ্রামের কাটাখালের সংস্কার কাজের উদ্বোধন করে জেলা পরিষদের প্রশাসক এ্যাড.এম এ মজিদ। সেসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিদারুল আলম, পিআইও আজিজুর রহমান, উপজেলা বিএনপির

সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টুসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ৬ দশমিক ২৪ কিলোমিটার এই খাল দুটি সংস্কারে ব্যয় ধরা হয়ে ১ কোটি ৬২ লাখ টাকা।

ঝিনাইদহে অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার সমাপনী ও মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০২৫-২০২৬ এর আওতায় ঝিনাইদহ জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে দিনব্যাপী (অনূর্ধ্ব-১৬) অ্যাথলেটিকস ও গ্রামীণ খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়াম মাঠে খেলার উদ্বোধন করা হয়। খেলা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টের ১ম, ২য় ও ৩য় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উক্ত প্রতিযোগিতায় ৮ টি স্কুল অংশগ্রহণ করে। একই দিনে মাসব্যাপী অ্যাথলেটিকস প্রশিক্ষণের (অনূর্ধ্ব-১৪) উদ্বোধন করা হয়।

উক্ত অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও মাসব্যাপী অ্যাথলেটিকস প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা ক্রীড়া অফিসার আমানুল্লাহ আহমেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য অফিসার মো: আব্দুর রউফ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি আহসানুজ্জামান ঝন্টু, মো: আবু বকর সিদ্দিক অধ্যক্ষ, ভুটিয়ারগাতি আলিম মাদ্রাসা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, দর্শনার্থীবৃন্দ।